সীমান্ত অস্থিতিশীল করিতে বিএসএফ তৎপর

■ পঞ্চগড়ে গ্রাম দখলের চেষ্টা ■ ছিটমহলের উপর কড়া নজর ■ বাংলাদেশীদের হুমকি প্রদান

সীমান্ত পরিস্থিতি এখনও উত্তেজনাপূর্ণ। বিএসএফ সদস্যরা বিভিন্নস্থানে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া বাসিন্দাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করিতেছে এবং নানা প্রকার হুমকি দিতেছে। সিলেট সীমান্ত হইতে ২ বাংলাদেশীকে অপহরণ করিয়া নির্মম অত্যাচারের পর ছাড়িয়া দিলেও হালুয়াঘাট সীমান্ত হইতে অপহৃত দুই বাংলাদেশীকে ফেরত প্রদান প্রশ্নে বিএসএফ নীরব রহিয়াছে। পঞ্চগড়ের ডানাকাটা সীমান্তে বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশের একটি গ্রাম দখলের চেষ্টা চালায়। তবে বিডিআর ও গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের মুখে তাহারা পিছু হটিতে বাধ্য হয়। দিনাজপুর, জয়পুরহাট, নীলফামারী, লালমনিরহাট প্রভৃতি সীমান্তের বিভিন্নস্থানে বিএসএফ ফাঁকা গুলী ছুঁড়িয়া গ্রামবাসীদের সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। সীমান্ত এলাকার বহুগ্রামের বাসিন্দারা এখনও আতংকের মধ্যে দিন কাটাইতেছে। তাহাদের অনেকেই এখনও বাড়ী-ঘরে ফিরিয়া আসে নাই। বিএসএফ ৫১টি ছিটমহলের উপর কড়া নজর রাখিতেছে বলিয়াও জানা গিয়াছে। সীমান্তের এই চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া গতকাল রবিবার বিডিআর-এর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ইউএনবিকে বলেন, আমরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখিয়াছি এবং বিভিন্ন সীমান্তে উস্কানিমূলক আচরণ সত্ত্বেও আমরা আলোচনার মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমন করিতে চাই।

বগুড়া অফিস জানায়, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, নীলফামারী, লালমনিরহাট জেলার সীমান্ত অঞ্চলে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে। সীমান্তঘেঁষা গ্রামগুলিতে বাসিন্দারা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাইতেছে। বিএসএফ টহলদল বাংলাদেশ ভূখন্ডে ঢুকিয়া জনগণকে হুমকি দিতেছে। গুলীবর্ষণ করিয়া জনগণকে গ্রাম ছাড়া করিতেছে। আতংক সৃষ্টি করিতেছে। সীমান্ত জুড়িয়া বিএসএফের সীমান্ত চৌকিগুলিতে অতিরিক্ত সেনা সমাবেশ ঘটাইয়াছে। সীমান্ত ঘেঁষিয়া নূতন বাংকার খনন করা হইয়াছে। সীমান্ত অঞ্চলের ৫১টি ছিটমহলবাসী আতংকের মধ্যে বসবাস করিতেছে। ছিটমহলগুলির উপর বিএসএফ কড়া নজর রাখিয়াছে। গত শনিবার ও গতকাল রবিবার দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার হিলি সীমান্তের জিরো পয়েন্টে সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে দুইটি ফ্লাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। বিডিআরের পক্ষ হইতে গত শুক্রবার পাঁচবিবি সীমান্তের উচনা গ্রামে অগ্নিসংযোগ, দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার অচিন্তপুর গ্রামে বিএসএফের সদস্যদের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদ জানান হয়। বিএসএফ গ্রামে অগ্নিসংযোগ ও গুলীবর্ষণের ঘটনা অস্বীকার করিয়াছে। বিডিআর সূত্রে জানা যায়, উত্তর সীমান্তের বিভিন্ন অঞ্চলে বিএসএফের সদস্যদের মূল টার্গেট এখন বিডিআর। সীমান্তঘেঁষা হাকিমপুর, বিরামপুর, ফুলবাড়ী, জয়পুরহাটের পাঁচবিবি এলাকার লোকজন জানায়, বিএসএফের সদস্যরা রাতে বাংলাদেশ ভূখন্ডে ঢুকিয়া স্থানীয় লোকজনকে আটক করিয়া বিডিআর কোথায় জানিতে চায়। সীমান্ত অঞ্চলের চৌকিগুলিতে বিডিআর সতর্কাবস্থায় আছে। সিলেট অফিস জানায়, সিলেটের সীমান্ত এলাকাগুলি এখনও স্বাভাবিক হইয়া উঠে নাই। সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করিতেছে। লাঠিটিলা সীমান্তে বিনা উস্কানিতে বিএসএফের দুইদিন মর্টারের গোলা নিক্ষেপের ঘটনায় মানুষ এখনও আতঙ্কগ্রস্ত। বিএসএফের হামলার ভয়ে গোয়ালবাড়ী ইউনিয়নের লাঠিটিলা, ডোমাবাড়ী, নালাপুঞ্জি ও চেরাগী গ্রামের বাসিন্দারা এখনও বাড়ীঘরে ফিরিয়া আসে নাই। সীমান্তের ওপারে বিএসএফ উহার অবস্থান আরও শক্ত করিয়াছে। সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে ফ্লাগ মিটিংয়ের পরও সীমান্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে না। গত শনিবার সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জ সীমান্ত হইতে বিএসএফ দুইজন বাংলাদেশী শ্রমিককে ধরিয়া নিয়া যায়। তবে অমানবিক নির্যাতনের পর তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বর্তমানে সিলেটের একটি ক্লিনিকে নির্যাতিত দুই শ্রমিক চিকিৎসাধীন। তাহাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সিলেট সদর থানার খাদিমনগর ইউনিয়নের বাসিন্দা ট্রাক শ্রমিক ছগির মিয়া (৩০) শনিবার সকাল ৯টায় ভোলাগঞ্জ শুল্ক স্টেশনে যান ভারত হইতে আমদানীকৃত চুনাপাথর আনিতে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে শুল্ক ষ্টেশনের অদূরে বাঁশের ব্যারিকেডের নিকট জঙ্গলে গেলে দুইজন সাদা পোশাকধারী বিএসএফ সদস্য তাহাকে ধরিয়া টানিয়া-হেঁচড়াইয়া ভারত সীমান্তের দিকে নিয়া যাইতে উদ্যত হয়। এই সময় ছগির মিয়ার আত্মীয় আব্দুর রহীম (২৮) সাহায্যে আগাইয়া আসে। তখন বিএসএফ সদস্য দুইজনকেই কৌশলে চোখ বাঁধিয়া ফেলে। পরক্ষণেই তাহাদের দুইজনকে বেধড়ক পিটাইতে পিটাইতে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে একটি ক্যাম্পে নিয়া যায়। সেখানে যাওয়ার পর বাংলাদেশী এই দুই যুবকের উপর চলে বিএসএফের নির্মম নির্যাতন। এক পর্যায়ে দুইজনই অজ্ঞান হইয়া যায়। জ্ঞান ফেরার পর তাহাদের উপর আরও নির্যাতন চালানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পঞ্চগড় সংবাদদাতা জানান, বিএসএফ পঞ্চগড়ের একটি সীমান্ত গ্রাম দখল করিলেও বিডিআরের সাহসিকতায় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিবার পূর্বেই বিএসএফ পিছু হটিয়া যায়। গত শুক্রবার রাতে ভারতের দৈখাতা বিএসএফ ফাঁড়ির সশস্ত্র সদস্যরা জেলার ডানাকাটা সীমান্ত ফাঁড়ির নিকটবর্তী নাওতারী দেবোত্তর মৌজার সীমান্ত গ্রাম গোপীপাড়া দখল করিয়া নেয়। বিএসএফের নিঃশব্দ অনুপ্রবেশে ভীত-সন্ত্রস্ত ৩৫ ঘর অধিবাসী পালাইয়া গিয়া ডানাকাটা সীমান্ত ফাঁড়ি সংলগ্ন একটি স্কুল ঘরে আশ্রয় নেয়। আবদুল জলিল নামে এক গ্রামবাসী স্থানীয় সীমান্ত ফাঁড়িতে সংবাদ দিলে বিডিআর সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হয়। বিপদ আঁচ করিতে পারিয়া বিএসএফ গ্রাম ছাড়িয়া পিছু হটিয়া যায়। তবে গ্রামবাসীরা এখনও নিজ বাড়ীঘরে ফিরিয়া যাইতে ভয় পাইতেছে। এদিকে একই রাতে মিরগড় সীমান্তে করতোয়া নদীতে ব্লক গাইড বাঁধ নির্মাণে বিএসএফের বাধা প্রদান ঘটনায় উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে। সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কায় সীমান্ত গ্রাম চান্দাপাড়ার অধিবাসীরা নিরাপদ স্থানে সরিয়া গিয়াছে। গ্রাম ফাঁকা পাইয়া বিএসএফের গোয়ালগঞ্জ ফাঁড়ির সদস্যদের ছত্রচ্ছায়ায় ভারতীয়রা চান্দাপাড়ায় ব্র্যাক নির্মিত একটি স্কুল ঘরের টিন খুলিয়া নিয়া যায়। ফেনী হইতে সংবাদদাতা জানান, সীমান্ত উত্তেজনা প্রশমনে ফেনী বিলোনিয়া সীমান্তে বিডিআর ও বিএসএফের মধ্যে ফ্লাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গতকাল রবিবার সকাল ১১টা হইতে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিলোনিয়ার চেকপোস্টের নিকট বাংলাদেশ পক্ষে বিডিআর-এর ফেনী ২ রাইফেল ব্যাটেলিয়ানের অধিনায়ক ইউকান থিম এবং ভারতীয় বিএসএফের পক্ষে ডিআইজি এস এস বোল্লা এই ফ্লাগ মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন। তবে এই বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত হইয়াছে জানা যায় নাই। বিডিআর-এর অধিনায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করা হইলে তিনি এই ব্যাপারে কিছু জানাইতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এদিকে সীমান্তের অপরদিকে বিএসএফ উহার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও উস্কানিমূলক তৎপরতার পাশাপাশি নূতন নূতন বাংকার খনন করিতেছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দারা গভীর আতংকের মধ্যে দিন যাপন করিতেছে। ইতিমধ্যে অনেকেই বাড়ীঘর হইতে স্ত্রী, কন্যা, শিশুসহ মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী অন্যত্র সরাইয়া নিয়াছে। এদিকে জেলার সীমান্তে অবস্থিত ১৭টি সীমান্ত ফাঁড়িতে নিয়োজিত বিডিআর জওয়ানরা সতর্কাবস্থায় রহিয়াছে এবং বিএসএফের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছে। বাসস জানায়, বৃহত্তর ময়মনসিংহের ৩ জেলার সীমান্তে নূতন করিয়া অস্থির পরিস্থিতির শুরু হইয়াছে। হালুয়াঘাট শুল্ক বন্দর সীমান্তে অনুপ্রবেশ করিয়া বিএসএফ দুই বাংলাদেশী ঠিকাদারকে অপহরণ করিয়া নিয়া গিয়াছে। ৭২ ঘণ্টা পরও তাহাদের ফেরত প্রদান প্রশ্নে ভারত নিরব রহিয়াছে। অপহৃতদের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে উহা অনিশ্চিত। অপহরণ এজেন্সায় বিডিআর ফ্ল্যাগ বৈঠকের প্রস্তাবে বিএসএফের নিরবতার বিপরীতে বাংলাদেশ সীমান্তে উদ্বেগ ও উত্তেজনা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। মেঘালয় সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ রেড এলার্টে রহিয়াছে। বিএসএফের সীমান্ত ফাঁড়িগুলিতে দৃশ্যত জনবল বৃদ্ধি, পরিখা খনন, ভারী আগ্নেয়াস্ত্র মোতায়েনসহ সাঁজোয়া যানবাহনের টহল ব্যাপকভাবে চলিতেছে। ভারতীয় পর্যবেক্ষণ টাওয়ারে নজরদারী জোরদার করা হইয়াছে। গারো পাহাড়ের ঝোপ-জঙ্গলে ও ভারতীয় সীমান্ত সড়কের পাশে বাংকার খুঁড়িয়া বর্ধিত শক্তিতে অবস্থান নেওয়া বিএসএফ জওয়ানদের অস্ত্র বাংলাদেশের দিকে তাক করিয়া রাখা হইয়াছে। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি হইতে ভারতীয় নাগরিকদের সরাইয়া নিয়া ব্লাক আউট করা হইতেছে। এদিকে রাতে বিএসএফ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সার্চলাইট ব্যবহার করিয়া বাংলাদেশের পরিস্থিতি রাতভর পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখিয়াছে। জেলার হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া উপজেলার সীমান্তে বিডিআর যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। গত শুক্রবার হালুয়াঘাটের কয়লা স্থলবন্দর এলাকা গোবরাকুড়া হইতে মোটর সাইকেল আরোহী দুই বাংলাদেশীকে বিএসএফের একটি টিম অস্ত্রের মুখে অপহরণ করিয়া নিয়া যায়। অপহৃত দুই ব্যক্তি সড়ক ও জনপথ বিভাগের ঠিকাদার। তাহারা হইতেছে চট্টগ্রামের ওমর ফারুক (৩৫) ও নওগাঁর মতিউর রহমান। জয়পুরহাট সংবাদদাতা জানান, গত শনিবার হিলি সীমান্ত জিরো পয়েন্টে ব্যাটেলিয়ন পর্যায়ে বিডিআর-বিএসএফ ফ্ল্যাগ মিটিং-এ উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও গতকাল রবিবার এই সীমান্ত বরাবর বিএসএফ জওয়ানদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া টহল দিতে দেখা গিয়াছে। উহাছাড়া সীমান্তের ভারতীয় অংশে সাদা পোশাক পরিহিত লোকদের জীপ ও মোটর সাইকেলে চলাচল বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফেনী হইতে সংবাদদাতা জানান, সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রহিয়াছে। গত শনিবার রাতে পরশুরামের কলাবাগান গ্রামে বিএসএফ-এর একটি হামলার চেষ্টা গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখে ব্যর্থ হয়। সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা জানাইয়াছে, পরশুরামের বিরোধপূর্ণ মুহুরী চর সন্নিহিত ভারতীয় এলাকার বক্রকর স্কুল মাঠে ট্রাক ভর্তি করিয়া 'কাঁটাতার' আনা হইতেছে। উহাছাড়া ভারতের বিলোনিয়া ও আইসি নগরের বি, কে, আই স্কুল, বিদ্যাপিঠ স্কুল এবং মডেল স্কুলে ভারতীয় সেনাবাহিনী ক্যাম্প বসাইয়াছে। মুহুরী চর সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীর ধারণা, বিএসএফ এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী যৌথভাবে অবৈধভাবে মুহুরী চরের বিরোধপূর্ণ ৫২ দশমিক ৫ একর ভূমি জোরপূর্বক দখল করিয়া কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার চেষ্টা চালাইতে পারে। এ ব্যাপারে বিডিআর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছে। একটি সূত্র জানাইয়াছে, মুহুরী চর হইতে বিডিআর-এর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে বিভিন্ন পয়েন্টে বিএসএফ উস্কানি তৎপরতা অব্যাহত রাখিয়াছে।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হামলার প্রতিবাদে সমাবেশ

খুলনা অফিস ॥ বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-এর হামলা ও বিডিআর হত্যার প্রতিবাদে গতকাল রবিবার বিকালে শহীদ মহারাজ চত্বরে খুলনা মহানগরী ও জেলা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের মানুষ কখনই ভারতীয় আগ্রাসন মানিয়া নিবে না। তাহারা বলেন, বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় হামলা শেখ হাসিনা ও বাজপেয়ীর পাতানো খেলা ছাড়া কিছু নহে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন এম, নুরুল ইসলাম। বক্তৃতা করেন আশরাফ হোসেন, স,ম, বাবর আলী, অধ্যাপক মিয়া গোলাম সরওয়ার, মওলানা গোলাম কিবরিয়া প্রমুখ। সমাবেশ শেষে মিছিল বাহির করা হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ গতকাল রবিবার বিকালে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে সীমান্তে ভারতীয় তৎপরতার প্রতিবাদে জেলা শহর এবং শিবগঞ্জ, নাচোল, ভোলাহাট ও গোমস্তাপুর উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল হয়। বিক্ষোভ মিছিলগুলি শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ শেষে সমাবেশের আয়োজন করে। জেলা শহরের সমাবেশে অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি লতিফুর রহমান ও পৌর শাখার আমির আবদুস সবুর।